গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নীলফামারী
www.nilphamari.gov.bd
জুডিশিয়াল মুন্সিখানা শাখা

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
সভার তারিখ	১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬
সভার সময়	বেলা ০২.০০টা
স্থান	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, নীলফামারী
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট "ক"

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা কর্তৃক জারীকৃত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.৫১২.৯৯.০০০২-২৬-২৮৪ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্নীতি দমন ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক সরকারি কার্যাবলী তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় জেলার দায়িত্ব জনাব ডাঃ আবু জাফর মোঃ জাহিদ হোসেন, মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে অর্পণ করা হয়। উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই মন্ত্রী মহোদয় আজকের সভায় উপস্থিত হয়েছেন। সভাপতি মন্ত্রীসহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। মন্ত্রীর অনুমতিক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী সভা শুরু করেন। অতঃপর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী গত ০৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখের সভার কার্যবিবরণী এবং অদ্যকার সভায় কার্যপত্র করেন। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে এবং সকলের সম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>০১</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ</u>
বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী গত ০৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখের সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন এবং কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী প্রস্তাব আছে কি না উপস্থিত সদস্যগণের নিকট তা জানতে চান।</td><td>কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়।</td><td>-</td></tr>
<tr><td>০২</td><td><u>অপরাধ চিত্রের পর্যালোচনাঃ</u>
(ক) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী আগস্ট ২০২৬ মাসে জেলা পুলিশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক অপরাধ চিত্রের নিম্নরূপ প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th rowspan="2">সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">মোট অপরাধ</th><th colspan="6">জুলাই ২০২৬ মাসের উল্লেখযোগ্য অপরাধসমূহ</th></tr>
<tr><th>চুরি/ সিঁধেল চুরি/ তার চুরি</th><th>খুন</th><th>চোরাচালান</th><th>নারী ও শিশু নির্যাতন (ধর্ষণসহ)</th><th>মাদকদ্রব্য</th><th>অন্যান্য</th></tr>
<tr><td>জেলা পুলিশ</td><td>২২৯</td><td>১০</td><td>০৩</td><td>০১</td><td>৩১</td><td>৮৪</td><td>১০০</td></tr>
</table>
পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আগস্ট ২০২৬ মাসে জেলা পুলিশের অধিক্ষেত্রে চুরি/সিঁধেল চুরি/তার চুরি ১০টি, খুন ০৩টি, নারী ও শিশু নির্যাতন (ধর্ষণসহ) ৩১টি, মাদকদ্রব্য ৮৪টি এবং অন্যান্য অপরাধ ১০০টিসহ মোট ২২৯টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।
(খ) সভাপতি, প্রেস ক্লাব, নীলফামারী বলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। মব, মারামারি, অশান্তি গত ২ মাসের চেয়ে কমেছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নীলফামারীর মাত্র ০৩ জন কর্মকর্তা রয়েছে যার সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
(গ) সভাপতি জেলায় অপরাধমূলক কার্যক্রম যেমন-ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি ইত্যাদি সংঘটন রোধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালন করার জন্য অনুরোধ করেন।</td><td>(ক) অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে যথাযথ আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) সংঘটিত অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিটি খুনের ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(গ) হত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন (ধর্ষণসহ) ও অন্যান্য অপরাধ যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর থাকতে হবে।</td><td>১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী
২. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী
৩. কোম্পানি কমান্ডার, র‍্যাব-১৩, নীলফামারী
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>০৩</td>
<td><u>চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযান সংক্রান্ত আলোচনাঃ</u>

বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী আগস্ট ২০২৬ মাসে জেলার বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযানের নিম্নরূপ তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন:
<table>
<tr><th>সংস্থার নাম</th><th>অভিযানের সংখ্যা</th><th>মামলার সংখ্যা</th><th>আটক ব্যক্তি</th><th>আটককৃত পণ্যের মূল্য</th></tr>
<tr><td>টাস্কফোর্স</td><td>০১</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>বিজিবি</td><td>৩৭২</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>পুলিশ</td><td>৮৪</td><td>৮৪</td><td>১৩২</td><td>২২,৩২,৭০৯/-</td></tr>
<tr><td>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর</td><td>১৩৩</td><td>৫৮</td><td>৫৮</td><td>১৩,৬৯,৩৭০/-</td></tr>
<tr><td>জিআরপি, সৈয়দপুর</td><td>১৬২</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট=</td><td>৭৫২</td><td>১৪২</td><td>১৯০</td><td>৩৬,০২,০৭৯/-</td></tr>
</table>
দেখা যায় যে, আগস্ট ২০২৬ মাসে টাস্কফোর্স, বিজিবি, পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জিআরপি সৈয়দপুর পৃথকভাবে জেলার বিভিন্ন স্থানে চোরাচালান প্রতিরোধে মোট ৭৫২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে ১৪২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং উদ্ধারকৃত পণ্যের আনুমানিক মূল্য ৩৬,০২,০৭৯/-টাকা। ১৯০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।</td>
<td>(ক) মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে জেলা পুলিশ, i¨ve ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নীলফামারী জেলা অফিসকে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করার সময় আইনে উল্লিখিত এবং তফসিলে বর্ণিত মাদকের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সম্পৃক্ত করে টাস্কফোর্স/মোবাইল কোর্ট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সমন্বয় করে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করতে হবে। এছাড়াও যে সকল জায়গায় সন্ধ্যার পর মাদকসেবন হয় সেসকল জায়গায় বেশি করে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
<td>১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী
২. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী
৩. কোম্পানি কমান্ডার, র‍্যাব-১৩, নীলফামারী
৪. উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নীলফামারী
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী</td>
</tr>
<tr>
<td>০৪</td>
<td><u>নারী নির্যাতন, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ বিষয়ে আলোচনাঃ</u>
(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এবং উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী অবহিত করেছেন যে, আগস্ট ২০২৬ মাসে জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন, মাদকাসক্তি ও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জেলার ২৫৬০ টি মসজিদে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে(জুলাই ২০২৬ মাসে ছিল ২৫৫৫টি মসজিদে)।

(খ) ধর্মীয় উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা, বাল্যবিবাহ, মাদক ও মানব পাচারের কুফল সম্পর্কে মসজিদের পাশাপাশি গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার, খেলার মাঠ ও জনবহুল স্থানে প্রচার প্রচরণা করতে হবে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনায় নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে।</td>
<td>(ক) জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ, মাদক, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে শুক্রবার জুম্মার নামাজে পূর্বে খুতবায় আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(খ) মসজিদের পাশাপাশি গ্রামগঞ্জ, হাটবাজার, খেলার মাঠ ও জনবহুল স্থানে ব্যাপক প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
<td>১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী
২. কোম্পানি কমান্ডার, র‍্যাব-১৩, নীলফামারী
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী
৪. উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী</td>
</tr>
</table>

০৫ **মোবাইল কোর্ট/অভিযানঃ**

বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী আগস্ট ২০২৬ মাসে জেলায় পরিচালিত মোবাইল কোর্ট ও অভিযানের নিম্নরূপ তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন:

মোবাইল কোর্ট ও অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত ব্যক্তি	অর্থদন্ড	কারাদন্ড
৯১	১১৮	১১৮	৮,৫০,৪৫০/-	৪৬ জন

(ক) আগস্ট মাসে ৮,৫০,৪৫০/- টাকা অর্থদন্ডের পাশাপাশি ৪৬ জন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল কোর্টের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	যে আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে	মোবাইল কোর্ট ও অভিযান	মামলা	জরিমানা	কারাদন্ড
০১	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯	১৪	২৫	৪,৩৮,০০০/-	-
০২	সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮	০৩	০৩	৩,৫০০/-	-
০৩	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০	১০	০১	১,০০,০০০/-	-
০৪	দন্ডবিধি ১৮৬০	০৫	১২	২৮,৩০০/-	-
০৫	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮	৩৩	৪৬	৩,৭৫০/-	৪৬
০৬	ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২৫	০৮	০৮	২,৮০০/-	-
০৭	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	০১	০২	২০০০/-	-
০৮	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯	০১	০১	১৫,০০০/-	-
০৯	পণ্যে পাটজাত মোড়ক বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০	০১	০১	৫০০০/-	-
১০	কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮	০২	০২	৩,৫০০/-	-
১১	ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩	০৪	০৫	৩৫,৫০০/-	-
১২	ওজন ও পরিমাপ আইন, ২০১৮	০১	০১	৫০,০০০/-	-
১৩	শব্দ দূষণ বিধিমালা, ২০২৫	০২	০২	৩,০০০/-	-
১৪	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩	০১	০২	১,০২,০০০/-	-
১৫	সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬	০২	০৬	৪৮,১০০/-	-
১৬	বিএসটিআই আইন, ২০১৪	০১	০১	১০,০০০/-	-
১৭	বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৮	০১	-	-	-
১৮	ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩	০১	-	-	-
	মোট=	**৯১**	**১১৮**	**৮,৫০,৪৫০/-**	**৪৬ জনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড**

প্রমাপ অনুযায়ী প্রয়োগসিদ্ধ- ভাবে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী

২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী

৩. এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), নীলফামারী

০৬ **গ্রাম আদালতের মামলার বিবরণঃ**

বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী আগস্ট ২০২৬ মাসে জেলায় পরিচালিত গ্রাম আদালতের নিম্নরূপ তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন:

জেলার নাম	পূর্ববর্তী মাসের মামলার জের	বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মাস শেষে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
নীলফামারী	১৫৫	২৭৮	৪৩৩	২৭৬	১৫৭

সভাপতি জেলার ৬০টি ইউনিয়নে বিধি-বিধান মোতাবেক কার্যকরভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনাসহ মামলা নিষ্পত্তি বাড়াতে পরামর্শ দেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনকালে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নির্দেশ প্রদান করেন।

ইউনিয়ন পরিষদসমূহ পরিদর্শন-কালে গ্রাম আদালতের নথি ও রেজিস্টারসহ সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং দ্রুততার সাথে মামলাসমূহ নিষ্পত্তিসহ ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য প্রদান করতে হবে।

১. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নীলফামারী
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী
৩. চেয়ারম্যান, ইউপি (সকল), নীলফামারী

০৭	**সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্তঃ** সভাপতি, প্রেস ক্লাব, নীলফামারী বলেন, জেলায় মাত্র ০১টি প্রধান সড়ক রয়েছে। কোন বাইপাস না থাকায় ভারী গাড়ি, ট্রাক চলাচলে অনেক সমস্যা ও দুর্ঘটনা ঘটছে। সড়কের যানযট নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। চৌরঙ্গীর মোড়ে যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের কর্মপরিধি বাড়াতে হবে। উন্নয়ন শুধুমাত্র সৈয়দপুর কেন্দ্রিক হলে ডোমার-ডিমলা উপজেলা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।	প্রধান সড়কের মোড়ে অটো পার্কিং বন্ধ করতে ট্রাফিক পুলিশকে আরও দায়িত্বের সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী ২. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নীলফামারী ৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী
০৮	**অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন সংক্রান্তঃ** ক) অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নীলফামারী বলেন, তিস্তায় অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে অভিযান জোরদার করতে হবে। (খ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তিস্তা নদী, চারালকাটা নদী হতে অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, চরের বালু আইন মেনে সরকারকে রাজস্ব প্রদানপূর্বক বৈধভাবে উত্তোলনের অনুমতির প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	(ক) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নিয়ে পুলিশ কর্তৃক নিয়মিত মামলা দায়েরসহ নৌ পুলিশের কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গ) বালু ও পাথর মহাল ঘোষণার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড, নীলফামারী ও জেলা প্রশাসন, নীলফামারী যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী ২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নীলফামারী ৩. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী ৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী ৫. সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), নীলফামারী ৬. পানি উন্নয়ন বোর্ড, নীলফামারী/ডালিয়া/ সৈয়দপুর, নীলফামারী ৭. পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) নৌ পুলিশ ফাঁড়ি, ডালিয়া, ডিমলা, নীলফামারী
০৯	**সীমান্ত পরিস্থিতিঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নীলফামারী বলেন, ডিমলার কালীগঞ্জ বর্ডার এলাকা দিয়ে গরু প্রবেশসহ মাদকের বড় চালান আসে এটি বন্ধ করতে হবে। অধিনায়ক ৫৬ বিজিবি. দারোয়ানী. নীলফামারী সভায় অবহিত করেন যে. সীমান্ত পরিস্থিতি উন্নয়ন করতে হলে জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। সীমান্তের জনশূন্য ভূমিতে এ দেশীয় লোকজন কাজ করতে যায়। ফলত:তারা BSF এর সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ইয়াবা, ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট অনেক সময় শূন্যে ছুঁড়ে সীমান্ত পার করে পরে কৃষিকাজের মাধ্যমে পাচার করা হয়। সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার, চোরাকারবারী, মাদক ও অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী যাতে ঢুকতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখাসহ বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও বিজিবিসহ সকল বাহিনী মিলে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	নীলফামারী জেলার সীমান্তে টহল অব্যাহত রাখাসহ গরু পাচার, চোরাকারবারী, মাদক, পুশ-ইন ঠেকাতে নজরদারি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. অধিনায়ক, ৫১ বিজিবি, রংপুর ও ২. অধিনায়ক, ৫৬ বিজিবি, দারোয়ানী, নীলফামারী।

১০	**মাদক সংক্রান্তঃ** (ক) সভাপতি, নীলফামারী সাংবাদিক ইউনিয়ন, আমীর, শহর জামায়াতে ইসলামী, সভাপতি, ক্যাব, নীলফামারী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ সকলেই মাদকের বিষয়ে আলোচনা করেন। নীলফামারী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি বলেন. পলিশ সপার মাদকের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযান পরিচালনা করে বড বড চালান জব্দ করেছেন। পলিশের গাড়ির সংখ্যা বদ্ধি করলে অভিযানের দ্রুততা ও সংখ্যা অনেক বদ্ধি পাবে। ব্যবস্তাপক. সৈয়দপর রেলওয়ে কারখানা বলেন. মাদকসেবীরা কারখানার মালামাল ব্যাপকভাবে চরি করছে। সৈয়দপর ও পার্বতীপর মাদক অধ্যষিত এলাকা হওয়ায় সৈয়দপর উপজেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন যেতে পারে। আমীর, শহর জামায়াতে ইসলামী বলেন, মাদক ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করতে হবে কারণ ছদ্মবেশে অনেকে মাদক ব্যবসা করছে। গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধি করতে হবে এবং ন্যূনতম ৬ মাসের কারাদন্ড দিতে হবে। (খ) উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নীলফামারী বলেন, নতুন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০২৬ এ সক্ষমতা অনেক বেড়েছে। মাদকের সরবরাহ কমাতে কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, নীলফামারী, সমাজসেবা অধিদপ্তর, নীলফামারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ডিমলা ও সৈয়দপুর উপজেলাতে ০১টি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা দরকার। (গ) বিজ্ঞ পিপি বলেন, মাদকের উৎস বন্ধ না হলে মাদক নির্মূল করা সম্ভব নয়। সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে হবে। মাদকের নিরাময় কেন্দ্রগুলো বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও সংখ্যা অনেক কম। মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, নতুন মাদক আইন শক্ত ও কঠিন করা হয়েছে। নতুন আইন যুগপোযোগী করা হয়েছে। দৃঢ়ভাবে এই আইন মানতে হবে। অনলাইন/অফলাইন জুয়াকেও এই আইনের আওতায় আনা যাবে। অল্প দিনের কারাদন্ড দেয়া যাবে না। অপরাধীর শাস্তি পাওয়া দরকার মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর বক্তব্যের আলোকে সভাপতি বলেন, আইনে উভয়দন্ড থাকলেও অপরাধীদের কাছে অনেক সময় জরিমানার অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা থাকে না বিধায় কম পরিমাণ জরিমানা আদায়পূর্বক তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়।	ক) জেলা শিক্ষা অফিস ও তথ্য অফিসসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মাদকের বিস্তার রোধে মাদকের হটস্পট জায়গাগুলোতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট/ অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১.পুলিশ সুপার, নীলফামারী। ২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী। ৩. এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), নীলফামারী। ৪. উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নীলফামারী ৫. উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী ৬. জেলা শিক্ষা অফিসার, নীলফামারী ৭. বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, নীলফামারী
১১	**সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্তঃ** ক) ডোমার উপজেলার ভোগডাবুড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন, কৃত্রিম সারের সংকট তৈরী করা হচ্ছে। ৩১ জন সারের ডিলারের রাজনৈতিক পরিচয়ে স্বতন্ত্র দেখানো হয়েছে। তিনি বিষয়টি উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নীলফামারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নীলফামারী জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক বলেন, সার সংকট সরকারের জন্য একটি স্পর্শকাতর বিষয়। সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। খ) উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নীলফামারী বলেন, অন্যান্য জেলার তুলনায় নীলফামারীতে সারের সংকট কম। প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সারের ডিলারগণ নিজ নিজ দোকানে সার বিক্রি করছে। নিয়ম ভঙ্গকারীদের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। ক্যাশ মেমোর মাধ্যমে সার বিক্রি নিশ্চিতকরণে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ তদারকি করছেন। চাহিদা মোতাবেক ও ফসলের ধরন অনুযায়ী সার আছে। গ) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, চাহিদা ও বরাদ্দের মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে। প্রয়োজনের বেশি সার না দেওয়ার বিষয়ে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। সার দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিলারদের স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে হবে। কৃষকের জমির তথ্য এবং সে অনুযায়ী সারের চাহিদা তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। বড় বড় গুদামে নজরদারি বাড়াতে হবে এবং আকস্মিক পরিদর্শন করতে হবে। সারের সমস্যায় সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। জেলা ও উপজেলা সার বীজ মনিটরিং কমিটিতে জনপ্রতিনিধি/স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কৃষক কার্ড করা হলে অতিদ্রুত সমস্যার সমাধান হবে কারণ কার্ডে কৃষকের তথ্য, জমির তথ্য ও সারের চাহিদা অন্তর্ভূক্ত থাকবে। গুদামে সার থাকা সত্ত্বেও গুজব ছড়ানো হচ্ছে এ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হবে।	ক) কৃত্রিম সারের সংকট তৈরিকারী এবং অবৈধভাবে সার মজুতকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) সারের ডিলারদের অনিয়ম বন্ধে নজরদারী বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) কৃষকের জমির তথ্য, সারের চাহিদার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। একইসাথে জমিতে বেশি সার না দেওয়ার বিষয়ে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ) “সার কার্ড” প্রদানের জন্য যাচাই বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী ২. অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নীলফামারী ৩. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নীলফামারী ৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী

১২	**জেলা কারাগার সংক্রান্তঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নীলফামারী বলেন, বিকাল ৫টার পরে জামিনপ্রাপ্ত আসামীদের অনেক সময় হাজতখানায় আটক রাখা হয়। পরবর্তীতে উৎকোচের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় মর্মে অভিযোগ করেন। জেল সুপার, নীলফামারী বলেন, মাদকে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। এতে আসামীরা Withdrawal Syndrome এ থাকে। সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হলে তাদেরকে অনেক কাজে লাগানো যাবে। কারাগারের ভিতরে যেন অবৈধভাবে মাদক প্রবেশ না করে সেদিকে সতর্ক থাকার জন্য মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	কারাগারের ভিতরে যেন কোনক্রমেই মাদক প্রবেশে করতে না পারে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেল সুপার, জেলা কারাগার, নীলফামারী
১৩	**উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিঃ** (ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সৈয়দপুর, নীলফামারী বলেন, সৈয়দপুর জনবসতিপূর্ণ শিল্পনগরী। যানজট নিরসন ও রাস্তা প্রশস্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হবে। মাদকসেবীদের ধরলেও ডোপ টেস্ট করার কোন সুযোগ নেই। সৈয়দপুর ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ডোপ টেস্ট চালু করা প্রয়োজন। (খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নীলফামারী সদর বলেন, সার্বিক পরিস্থিতি ভালো। মাদক, অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ হাটের জায়গায় অবৈধ দোকান অপসারণে দ্রুত উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এছাড়াও অবৈধ সার মজুদদারদের বিরুদ্ধে এ মাসে ০২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। (গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডোমার, নীলফামারী বলেন, ডোমার উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো। গোসাইগঞ্জে অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধে বিজিবি, পুলিশ সুপারের সহযোগিতায় টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হবে। ভোগডাবুড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন, গোসাইগঞ্জ বনের গাছ ব্যপকহারে লুট হচ্ছে। অভিযানে ধরা পরা আসামীরা সহজেই জামিন পেয়ে যাচ্ছে। গাছ কাটা বন্ধে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও গোসাইগঞ্জে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণসহ চিলাহাটি পুলিশ ফাঁড়ির সক্ষমতা বৃদ্ধির অনুরোধ করেন। (ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট অব্যহত রয়েছে। কিশোরগঞ্জ উপজেলাটি বিভাগীয় শহর রংপুরের পাশ্ববর্তী হওয়ায় অনেক অফিসার রংপুর হতে যাতায়াত করে। কিশোরগঞ্জ উপজেলার আবাসন ব্যবস্থা বাড়ানো দরকার বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেন। (ঙ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জলঢাকা, নীলফামারী বলেন, প্রত্যেক ইউনিয়নে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। অবৈধভাবে গুড় উৎপাদনের ফলে নিরাপদ খাদ্যের সংকট বাড়ছে। পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য BSTI কে তদারকি বাড়াতে হবে। (চ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডিমলা, নীলফামারী বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য, ওজন কম দেওয়া, মাদকসহ বিভিন্ন বিষয়ে মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রয়েছে। ডিমলা উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে ০৭টি তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। গত ২৩/০৮/২০২৬ তারিখ অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধে বিজিবি ও পুলিশের সহযোগিতায় টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে বালু উত্তোলনের অবৈধ যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা হয়েছে।	(ক) উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) মাদকের হটস্পট জায়গায় সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাসহ জনসচেতনতমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গ) অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন, বনের গাছ কর্তৃন, সার মজুত করাসহ মাদক নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্সসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী । ২. সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), নীলফামারী। ৩. এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), নীলফামারী ৪. অফিসার ইনচার্জ (সকল থানা), নীলফামারী ৫. পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) নৌ পুলিশ ফাঁড়ি, ডালিয়া, ডিমলা, নীলফামারী

১৪	**বিবিধঃ** ক) উপপরিচালক, এনএসআই বলেন, স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাঝে সমন্বয় ভালো। সারের সংকট অন্যান্য জেলার তুলনায় কম। সারের ডিলারদের সাথে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। (খ) ইঞ্জিনিয়ার শাহরিন ইসলাম চৌধুরী বলেন, এ জেলায় মাদক সবচেয়ে বড় সমস্যা। তবে আইন-শৃঙ্খলা ও মাদক নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সুপারের অভিযান অব্যাহত আছে। স্পোর্টস ভিলেজ, সুইমিং পুল, টিটিসি এবং অন্যান্য স্থাপনাগুলো জমির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে নির্মাণ করা হবে। বাইপাস সড়কের জন্য প্রকল্প নেওয়া দরকার মর্মে তিনি অভিমত পোষণ করেন। জমি অধিগ্রহণ ছাড়া রাস্তা প্রশস্তকরণ সম্ভব না হওয়ায় বিষয়টি সভায় উপস্থিত মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চীনের ১০০০ শয্যার প্রস্তাবিত হাসপাতালের পাশে নীলফামারী মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করা যেতে পারে। দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলের পরিত্যক্ত পতিত জায়গাটিতে মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাস অথবা প্রস্তাবিত নীলফামারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নির্মাণ করা যেতে পারে। (গ) পুলিশ সুপার, নীলফামারী বলেন, এ জেলার অপরাধের সার্বিক চিত্র তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জেলার থেকে ভালো। মাদকের পাশাপাশি অনলাইন ভিসাসহ নানা ধরনের অপরাধগুলোর একটি চক্র আছে। সীমান্তের অরক্ষিত স্থানে টহল জোরদার করতে হবে কারণ মাদক নির্মূলে প্রথমে মাদকের উৎস বন্ধ করতে হবে তা না হলে অপরাধীরা সাজা ভোগ করে আবারও পুরনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। বিভিন্ন সরকারি সেবার ক্ষেত্রে যেমন এনআইডি, পাসপোর্টে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করতে হবে। মোবাইল কোর্ট নিয়মিত করা হচ্ছে। দপ্তরের গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করা যাবে। (ঘ) মিজ্ বিলকিস ইসলাম, সংসদ সদস্য, ৩০৭ মহিলা আসন-৭, নীলফামারী বলেন, কিশোরগঞ্জ উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা ভবন ও কমিটির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। নীলফামারীর উন্নয়নে প্রথমে সহজে প্রাপ্য জমিতে সরকারি প্রকল্পসমূহ নির্মাণ কাজ শুরু করে অবশিষ্ট প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে। (ঙ) মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, চিলাহাটি থানা ও উত্তরা ইপিজেডে শিল্পপুলিশ স্থাপন করা যেতে পারে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জনবল ও কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সরঞ্জাম বাড়াতে হবে। আইন প্রয়োগের সমস্যার ক্ষেত্রে যুগপযোগী পরামর্শ/প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পরামর্শ প্রদান করেন। গণসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিরোধ কমিটি, সাংবাদিক ও শিক্ষকদের সহায়তায় মাদক, বাল্যবিবাহ ও অনেক সামাজিক সমস্যা দূরীভূত করা যায়; তবে কোন ক্রমেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। মাঠ পর্যায়ে ছোট ছোট ইউনিট/কমিটি গঠনের মাধ্যমে ছোট ছোট সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এতে আদালতে মামলার পরিমাণ কমবে। জেলার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাসম্ভব কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্থ না করে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে। উত্তরা ইপিজেড থাকার ফলে দেশী-বিদেশী অনেক যাত্রী যাতায়াত করায় সৈয়দপুর বিমানবন্দরের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দ্রুত স্থাপন করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানি করতে হবে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্ন আয়ের প্রান্তিক ও দুস্থ পরিবারগুলোকে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে 1 Citzen 1 Card সুবিধার আওতায় আনা হবে।	(ক) মাদক, অনলাইন জুয়া, বাল্যবিবাহ বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) মাদকের হটস্পট জায়গায় সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাসহ জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (গ) জেলার উন্নয়নে প্রথমে সহজে প্রাপ্য জমিতে সরকারি প্রকল্পসমূহ নির্মাণ কাজ শুরু করে অবশিষ্ট প্রকল্পগুলো দ্রুত সময়ে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (ঘ) বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিম্ন আয়ের প্রান্তিক ও দুস্থ পরিবারগুলোকে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডসহ বিভিন্ন কার্ড প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. পুলিশ সুপার, নীলফামারী ২. অধিনায়ক, ৫১ বিজিবি, রংপুর/ ৫৬বিজিবি, দারোয়ানী, নীলফামারী। ৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নীলফামারী ৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নীলফামারী ৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নীলফামারী ৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), নীলফামারী ৭. এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), নীলফামারী ৮. সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নীলফামারী ৯. জেলা তথ্য অফিসার, নীলফামারী

পরিশেষে, অনেক ব্যস্ত সময়ের মাঝেও নীলফামারী জেলায় উপস্থিতি থেকে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য জনাব ডাঃ আবু জাফর মোঃ জাহিদ হোসেন, মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে সভাপতি ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, উত্তরা ইপিজেডে শিল্পপুলিশ স্থাপন করা যেতে পারে। ডোমার উপজেলায় চিলাহাটি পুলিশ ফাঁড়িকে পূর্ণাঙ্গ থানায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। মোবাইল কোর্টে তাৎক্ষণিক প্রতিকার করা গেলেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়মিত মামলা দায়ের করতে হবে। বিসিক শিল্পনগরীর জন্য উপযুক্ত জায়গা খোঁজা হচ্ছে এবং গণপূর্ত বিভাগ, নীলফামারীর সমন্বয়ে পুরো জেলার জন্য মাস্টার প্লান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার সার্বিক উন্নয়ন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে আহবান জানান। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০১-১০-২০২৬
মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

তারিখ: ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩ / ০১ অক্টোবর ২০২৬

নম্বর: ০৫.৪৭.৭৩০০.০০০.০১০.০৬.০০০১.২৫.৯৭০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব, সচিবের দপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। সচিব, সচিবের দপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৬। কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর।
৭। পুলিশ সুপার, নীলফামারী/পুলিশ সুপার, জিআরপি জেলা, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
৮। অধিনায়ক, ৫১ বিজিবি, রংপুর/ ৫৬ বিজিবি, দারোয়ানী, নীলফামারী।
৯। সিভিল সার্জন, নীলফামারী।
১০। কোম্পানি কমান্ডার, সিপিসি-০২, র‍্যাব-১৩, নীলফামারী।
১১। উপপরিচালক, এন.এস.আই, নীলফামারী।
১২। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নীলফামারী।
১৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব/শিক্ষা ও আইসিটি), নীলফামারী।
১৪। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নীলফামারী সার্কেল/সৈয়দপুর সার্কেল/ডোমার সার্কেল, নীলফামারী।
১৫। জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, নীলফামারী।
১৬। প্রশাসক, নীলফামারী/সৈয়দপুর/ডোমার/জলঢাকা পৌরসভা, নীলফামারী।
১৭। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ,নীলফামারী সদর/ডোমার/ডিমলা/জলঢাকা/সৈয়দপুর/কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।
১৮। অধ্যক্ষ, নীলফামারী সরকারী কলেজ/সরকারী মহিলা কলেজ, নীলফামারী।
১৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নীলফামারী সদর/ডোমার/ডিমলা/জলঢাকা/ সৈয়দপুর/ কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।
২০। জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নীলফামারী।
২১। উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নীলফামারী।
২২। নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, নীলফামারী।
২৩। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নীলফামারী-(তাঁকে কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল ো)।
২৪। উপপরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নীলফামারী।
২৫। উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, নীলফামারী।
২৬। উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নীলফামারী।
২৭। উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, নীলফামারী।
২৮। অফিসার-ইন-চার্জ, নীলফামারী সদর/ডোমার/ডিমলা/জলঢাকা/ সৈয়দপুর/ কিশোরগঞ্জ থানা, নীলফামারী।
২৯। জনাব ....., নীলফামারী।
৩০। অফিস কপি।

০১-১০-২০২৬
মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট